পার্টি সংগঠনের
অ-আ-ক-খ

সোমনাথ ভট্টাচার্য্য

Scanned with CamScanner

পার্টি সংগঠনের অ-আ-ক-খ

সোমনাথ ভট্টাচার্য্য

এন বি এ

Scanned with CamScanner

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২এ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রণ
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ : বিবেকাশিস মিশ্র

দাম : ২০ টাকা

Scanned with CamScanner

মুখবন্ধ

দেশহিতৈষী শারদ সংখ্যায় আমার অনুজ পার্টি নেতা কমরেড সোমনাথ ভট্টাচার্যের লেখা 'পার্টি সংগঠনের অ-আ-ক-খ' পড়ে মনে হয়েছিল পার্টির রাজনীতি, সংগঠন পরিচালনায় কমরেড লেনিনের লেখা 'পার্টি সংগঠনের মূলনীতি' সোমনাথ বার বার পড়েছে।

অতীতে বা বর্তমান সময়ে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্টির গণভিত্তি গড়ে তুলতে ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ১৯২১ সালে যে বক্তব্য গৃহীত হয়েছিল তা এখনও সত্য। সম্ভবত ভবিষ্যতেও তা সত্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হতে পারে।

সোমনাথ ছোট্ট একটি নিবন্ধে 'মূলনীতি'র মুখ্য বিষয়গুলি যে ভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে, আমার বিশ্বাস তা সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

এই ছোট্ট লেখায় কমিউনিস্টরা যে 'ভিন্ন ধাতুতে গড়া' তা বোঝাতে সোমনাথ প্রয়াসী হয়েছে। একই সঙ্গে উল্লেখ করেছে যে কমিউনিস্টরা ব্যক্তি স্বার্থে কাজ করে না, করে দেশের স্বার্থে এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে।

পার্টির কাজকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে অসাম্যের সমাজে বসবাস করে আমাদের কখনও কখনও ছোটখাট বিচ্যুতি হয়। তার থেকে মুক্ত হতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিচ্যুতি হলেও তা যে বিচ্যুতি, তা-ও বোঝানোর চেষ্টা করেছে। তাই উল্লেখ করতে পেরেছে মুজফ্‌ফর সাহেবের কথা, 'বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়'।

এখন এই কঠিন রাজনৈতিক সময়ে পার্টিতে অসংখ্য নতুন কর্মী যুক্ত হচ্ছে। যাদের কাছে এই ছোট্ট বইটি অবশ্যই সহায়ক হবে।

মতাদর্শ, রাজনীতি, সংগঠন, আন্দোলন ও প্রচারমূলক কাজে যে অসংখ্য পার্টির সদস্য ও ঘনিষ্ঠ দরদীরা প্রাত্যহিক কমিউনিস্ট কার্যকলাপ পরিচালনা করছেন তাদের সকলের কাছেই এই বইটি সমাদৃত হবে বলেই প্রত্যাশা করছি।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

(বিমান বসু)

Scanned with CamScanner

প্রাককথন

'পার্টি সংগঠনের অ-আ-ক-খ' যখন প্রবন্ধ আকারে শারদ দেশহিতৈষীর জন্য লেখা হয় তখন কোনও সুদূর ভাবনাতেও ছিল না যে এটি একটি পুস্তিকা হতে পারে। সেই ভাবনা যাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত তিনি কমরেড বলাই চ্যাটার্জী। পার্টি শিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ পার্টির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই রচনায় কোনও মৌলিক কথাই আমি উপস্থিত করিনি। মার্কসবাদের ধ্রুপদী শিক্ষকরা যা শিখিয়েছেন এবং তার নিরিখে আমাদের পার্টি নেতাদের কাছ থেকে যা শুনেছি তারই আংশিক কিছু কথা আমার বিবেচনা মতো এখানে উল্লেখ করেছি মাত্র। চিরায়ত কথাগুলো আমার মতো সাধারণ পার্টিকর্মীর কাছে যেভাবে বললে বুঝতে সুবিধে হয় সেই ভাষাতে সহজবোধ্যভাবে বলার চেষ্টা করেছি।

মূল প্রবন্ধটিতে ছিল না এমন কয়েকটি নতুন কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয় পুস্তিকাটিতে সংযোজিত হয়েছে।

পার্টির সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড বিমান বসু বইটির মুখবন্ধ লিখে এটির মূল্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই-ই নয়, লেখাটিকে আরও অর্থবহ করার জন্য তিনি বেশ কিছু বহুমূল্য পরামর্শও দিয়েছেন, যা লেখাটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, অশেষ কৃতজ্ঞতা ও লাল সেলাম জানাই।

ধন্যবাদ দেশহিতৈষীকে এবং কমরেড অশোক ব্যানার্জিকে লেখাটি মুদ্রণের অনুমতি দেবার জন্য।

গণশক্তি প্রেসের কর্মী, বন্ধুবর তনয় পাল অন্যান্য বারের মতো এবারেও আমার অন্যায় আবদার বরদাস্ত করে বইটির কাজে প্রভূত সহায়তা করেছেন।

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণের দায়িত্ব সামলেছে গণশক্তি প্রিন্টার্স। সমগ্র গণশক্তি পরিবারের কাছে আমি সততই ঋণী।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি এবং তার কর্ণধার কমরেড অনিরুদ্ধ চক্রবর্তীকে।

Scanned with CamScanner

প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন আমার অনুজ প্রতিম কমরেড বিবেকাশিস মিশ্র। তাকে ধন্যবাদ জানানোর প্রশ্নই ওঠে না।

প্রবন্ধটি পড়ে যাঁরা সুচিন্তিত মতামত দিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এঁদের মধ্যে দু'জনের সুনির্দিষ্ট পরামর্শে দু'টি জায়গা সম্পাদনা করা হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এঁরা হলেন কমরেড বনবাণী ভট্টাচার্য এবং কমরেড দেবব্রত হাতি।

বইটির কাজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন সুবিনয় মৌলিক।

পরিশেষে বলি, যাঁর কাছ থেকে পার্টি সংগঠন সম্পর্কে প্রথম একটি সুসংবদ্ধ ধারণা পেয়েছিলাম তিনি কমরেড গৌতম দেব। ১৯৮৯ সালে কমরেড মুজফফর আহ্‌মদের জন্মশতবর্ষে বরানগরে অনুষ্ঠিত রাজ্য ছাত্র-যুব ফ্রন্টের পার্টি ক্লাসে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা আজও আমার কানে অনুরণিত হয়। সেই বক্তব্যের অনেক কথাই এই লেখার পরতে পরতে সাজানো আছে। তাই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কমরেড গৌতম দেবের হাতেই সমর্পণ করলাম।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ — সোমনাথ ভট্টাচার্য্য

Scanned with CamScanner

শোষণহীন সমাজ গড়ার দর্শন মার্কসবাদ।

মার্কসবাদকে সমাজের বুকে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠিত করার হাতিয়ার বা সংগঠন হলো কমিউনিস্ট পার্টি।

সেই কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে পরিচালিত হবে তার বিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ হলো পার্টি সংগঠনের মূলনীতি বা সংক্ষেপে পার্টি সংগঠন। কমরেড লেনিনের ভাষায় : Principles of Party Organization.

মার্কস-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ইশতেহার হলো পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি 'কমিউনিস্ট লিগে'র পার্টি কর্মসূচি, যা ১৮৪৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল।

সেখানে সুনির্দিষ্ট তিনটি কথা বলা হলো।

ক) প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণি হিসেবে সংগঠিত করা।

খ) বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ ঘটানো।

গ) প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা।

লেনিন কমিউনিস্ট পার্টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন।

১। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী বাহিনী।

২। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণির সর্বোচ্চ শ্রেণি সংগঠন।

৩। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণির সচেতন অংশের বাহিনী।

৪। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণির সংগঠিত অংশের বাহিনী।

৫। কমিউনিস্ট পার্টির নীতি শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবাদ।

৬। কমিউনিস্ট পার্টি মেহনতী মানুষের অন্যান্য শ্রেণি সংগঠনগুলির যোগসূত্রের জীবন্ত প্রতিভূ।

৭। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত হবে।

৮। কমিউনিস্ট পার্টিকে হতে হবে বিপ্লবী মার্কসবাদের ট্রেনিং স্কুল।

এগুলির সঙ্গে লেনিন আরও শেখালেন,

- কমিউনিস্ট পার্টি হল নেতাদের পার্টি।
- কমিউনিস্ট পার্টি হল সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক।
- কেবলমাত্র সক্রিয় সদস্যদের নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হবে।

এই তিনটি কথা সামান্য গভীরে গিয়ে দেখা যাক।

Scanned with CamScanner

কমিউনিস্ট পার্টি কেন নেতাদের পার্টি?

কমিউনিস্ট পার্টিকে নেতাদের পার্টি বলতে লেনিন পার্টির সদস্যদের কেউকেটা ভাবতে শেখাননি। গণসংগঠনের সদস্য সংগ্রহের জন্য আমরা মানুষের কাছে গিয়ে সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশের সংশ্লিষ্ট সকলকে সেই গণসংগঠনের সদস্য হতে বলি। যেমন সব কৃষককে বলি কৃষক সভার সদস্য হতে। সব ছাত্রদের বলি এসএফআইয়ের সদস্য হতে। কিন্তু কখনই সবাইকে পার্টির সদস্য হতে বলি না। বরং ছাত্র যুব মহিলা শ্রমিক কৃষক খেতমজুর প্রভৃতি ফ্রন্টের শত শত সদস্যদের বাছাই করা নেতৃত্বের কয়েকজনকে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন তারা অনেক মানুষের প্রতিনিধি অর্থাৎ নেতা হিসেবে পার্টিতে অবস্থান করেন। তাই কমিউনিস্ট পার্টি হল নেতাদের পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মানে তিনি সমাজের কোনো না কোনো অংশের মানুষের নেতা।

কমিউনিস্ট পার্টি কেন সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক?

মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের পদ্ধতি হলো থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিন্থেসিস। এই দার্শনিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই পার্টি সংগঠনও পরিচালিত হয়।

ধরা যাক, একটি শাখায় ১২ জন সভ্য আছেন। পার্টি সভায় শাখা সম্পাদক বক্তব্যসহ তার প্রস্তাব রাখলেন। বাকি ১১ জন সে বিষয়ে আলোচনা করে মতামত দিলেন। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

শাখা সম্পাদকের বক্তব্য হলো থিসিস, বাকি সদস্যদের মতামত হল অ্যান্টিথিসিস আর সিদ্ধান্ত হল সিন্থেসিস।

বলার অপেক্ষা রাখে না সিন্থেসিস সব সময়ই থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের চেয়ে উৎকৃষ্টতর।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই বিজ্ঞানকে অবলম্বন করেই চলে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন। এভাবে সকল কমরেডের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে যৌথ নেতৃত্ব এবং পার্টি হয়ে ওঠে সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক। এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হলেই পার্টি দুর্বল হয়। সেক্ষেত্রে শাখা সম্পাদকের প্রস্তাবে সকলে সায় দিলেও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার জন্য সকলে দায় নেন না। তাই পার্টিকে অবশ্যই হতে হবে সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক। উদ্যোগ নিতে হবে যাতে প্রতিটি পার্টি সদস্য কমিটির সভায় উপস্থিত থাকেন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। এর মধ্য দিয়ে চিন্তার ঐক্য, ইচ্ছার ঐক্য ও কাজের ঐক্য স্থাপন করে পার্টি প্রকৃত অর্থেই **সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক** হয়ে ওঠে।

কেন কেবলমাত্র সক্রিয় সদস্যদের নিয়েই পার্টি গড়ে তুলতে হবে?

একটু আগেই আমরা দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টি হলো নেতাদের পার্টি। ধরা যাক কোনো একটি শাখায় ১০ জন সদস্য আছেন এবং তারা গড়ে ১০০ জন করে মোট ১০০০ জন মানুষের সঙ্গে পার্টির যোগসূত্র স্থাপন করেন। এবার যদি পাঁচজন কমরেড নিষ্ক্রিয় হয়ে

Scanned with CamScanner

পড়েন, তবে প্রায় ৫০০ জন মানুষের সঙ্গে পার্টির দৈনন্দিন যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। যার অর্থ **পার্টি সদস্য নিষ্ক্রিয় হলে পার্টি জনবিচ্ছিন্ন হয়।**

কমরেড লেনিন প্রণীত 'পার্টি সংগঠনের মূলনীতি'তে বড় বড় হরফে লেখা হলো : **পার্টির বিরামহীন দৈনন্দিন কাজে সকল সদস্যের অংশগ্রহণই হচ্ছে কর্মসূচি আন্তরিক ভাবে কার্যকর করার প্রথম শর্ত।** তাই পার্টি সদস্যদের সক্রিয় থাকাটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে কথা আর বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

পার্টি সদস্য নিষ্ক্রিয় হলে এছাড়াও আরও অনেক ধরনের সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন উচ্চতর কমিটি শাখায় পার্টির সদস্যদের সংখ্যা ও এলাকার পরিস্থিতি বুঝে জমায়েত, অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। কিন্তু অনেক কমরেড নিষ্ক্রিয় থাকায় সক্রিয় কমরেডরা সাধ্যাতীত কাজ করেও যখন সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেন না তখন তারা হতাশ হন। এর পরিণতিতে কখনও কখনও সক্রিয় সদস্যদের কেউ কেউও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। তাই **সর্বতোভাবে উদ্যোগ নেওয়া উচিত যাতে কেবলমাত্র সক্রিয় সদস্যদের নিয়েই পার্টি ইউনিটগুলো গড়ে ওঠে।** তবে অসুস্থতা, বয়সজনিত সমস্যা বা অন্য কোনো অনিবার্যতার প্রশ্নগুলিকে ব্যতিক্রম হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি কোথায় নিহিত থাকে?

কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি নিহিত থাকে চারটি স্তম্ভের উপর।

এক) পার্টি সদস্যপদ

দুই) যৌথ নেতৃত্ব

তিন) নির্বাচিত কমিটি এবং

চার) সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা।

এক) **পার্টি সদস্যপদ :** কেবলমাত্র সক্রিয় পার্টি সদস্যদের নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে হবে, এটাই লেনিনীয় শিক্ষা।

সেইসঙ্গে পার্টি কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র মেনে পার্টির সদস্যপদ পাওয়ার পর প্রতিটি সদস্যকে ন্যূনতম পাঁচটি কাজ করতে হবে।

ক) কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিত হতে হবে।

খ) পার্টিকে নিয়মিত লেভি অর্থাৎ আয়ের একটা অংশ দান করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অন্য পার্টি করলে পার্টির থেকে টাকা পাওয়া যায় আর কমিউনিস্ট পার্টি করতে হলে পার্টি ও সমাজের জন্য ত্যাগের নিদর্শন হিসেবে পার্টির জন্য অর্থ দিতে হয়।

গ) পার্টির পত্রপত্রিকা পড়তে হবে, আর্থিক সঙ্গতি থাকলে কিনতে হবে, প্রচার করতে হবে ও বিক্রি করতে হবে।

ঘ) কোনো না কোনো গণসংগঠনে যুক্ত থেকে মানুষের মধ্যে কাজ করতে হবে।

ঙ) পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্থাৎ সভা-সমাবেশ-মিছিল-আন্দোলন প্রভৃতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

পার্টি কার্যধারার তিনটি পদক্ষেপ হলো :

যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত কতটা, কিভাবে বাস্তবায়িত করা গেল বা গেল না তার রিভিউ বা পর্যালোচনা। যাতে এবারের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কাজে লাগে।

দুই) **যৌথ নেতৃত্ব :** আমরা আগেই দেখেছি যৌথ নেতৃত্ব ছাড়া পার্টি সম্মিলিত ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক হতে পারে না। একই সঙ্গে পার্টি চায় প্রতিটি সদস্যের গুণাবলীর স্ফূরণ ঘটুক পার্টির কাজে। যৌথ নেতৃত্ব একটি সংগঠিত শক্তির পরিচয় বহন করে। যৌথ নেতৃত্ব ছাড়া উন্নততর আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলা যায় না। এটাই বিজ্ঞান।

তিন) **নির্বাচিত কমিটি :** অনেক রাজনৈতিক দল সভাপতি স্থির করে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কমিটি তৈরি করে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রতিটি ধাপই হতে হয় নির্বাচিত। ফলে তা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, গতিশীল ও প্রাণবন্ত।

চার) **সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা :** এটি একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম। এই প্রক্রিয়া কমিউনিস্ট পার্টিকে আরও উৎকৃষ্ট করে গড়ে তোলার অন্যতম হাতিয়ার। শব্দবন্ধ হিসেবে 'সমালোচনা' কথাটি আগে বলা হলেও কমিউনিস্ট নেতৃত্ব আমাদের শিখিয়েছেন আগে নিজের 'আত্মসমালোচনা' করো তারপর অন্যের 'সমালোচনা'।

প্রত্যেক কমরেডকেই আত্মসমালোচনা করতে হবে। এটা কোনো আনুষ্ঠানিকতা বা লোক দেখানো কৌশল নয়। এটি নিজের ভুলকে শুধরে নিয়ে ঠিকের ঠিকানায় এগিয়ে চলার অঙ্গীকার। কমিউনিস্ট সুলভ সুগভীর বোধ ও আত্মোপলব্ধির হাত ধরেই এই আত্মসমালোচনা করতে হয়। এই প্রক্রিয়া আমাদের ভুলগুলিকে চিনিয়ে দেয়। সঠিক পথের দিশা দেখায়। মনে রাখতে হবে এই আত্মসমালোচনা চার্চে গিয়ে অনুতাপ করা বা confession নয়। এটি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার বিজ্ঞানসম্মত পন্থা।

সমালোচনা করার সময় মনে রাখতে হবে কাউকে আহত করা, হতোদ্যম করা বা নিরুৎসাহিত করা এর উদ্দেশ্য নয়। একজনের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে তাকে আরও উন্নত কমরেড হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়েই কমিউনিস্টদের সমালোচনা। তাই সবসময় খেয়াল রাখতে হবে সমালোচনা যেন ইতিবাচক এবং গঠনমূলক হয়। নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক সমালোচনা সংশ্লিষ্ট কমরেডের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং তা একই সঙ্গে সমগ্র পার্টিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ ব্যাপারে প্রত্যেককে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে।

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা শাখা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বস্তরেই প্রযোজ্য।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা পার্টি শৃঙ্খলার অন্যতম ভিত্তি। মনে রাখতে হবে এটিও একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম, Unity and struggle of the

Scanned with CamScanner

opposites. গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার প্রকৃত সংশ্লেষণ বা Synthesis. একে কার্যকর করতে গেলে চারটি কথা খেয়াল রাখা জরুরি।

ক) ব্যক্তি সমষ্টিকে মান্যতা দেবে।

খ) সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুকে মান্যতা দেবে। যদিও সতর্ক থাকতে হবে সংখ্যাগুরুর আচরণ যেন সংখ্যালঘুর কাছে পীড়নে (tyranny of majority) না পরিণত হয়।

গ) নিচের তলার কমিটি উপরের কমিটিকে মান্যতা দেবে।

ঘ) সমস্ত স্তরের পার্টি কমিটিগুলি কেন্দ্রীয় কমিটিকে মান্যতা দেবে।

সেই সঙ্গে সংখ্যালঘুর যুক্তিযুক্ত কথাগুলি সংখ্যাগুরুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। প্রতিটি সদস্যকে নজর রাখতে হবে যাতে সংখ্যাগুরুর সংখ্যার জোরে সংখ্যালঘুর উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত কথাগুলো বাতিল না হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কথা বললে অনেক সময় মনে হয় কেন্দ্রিকতার দ্বারা শৃঙ্খলিত গণতন্ত্র। কিন্তু এই ধারণাটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এক উচ্চ বোধ এবং ভাবনার নিরিখেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। সেখানে বোধের অভাব ঘটলে এটির অপব্যবহার হতে পারে। সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি।

পার্টিতে প্রতিটি পার্টির সভ্যের নিজের অভিমত ব্যক্ত করা এবং অন্যের মতামত ও প্রস্তাব সম্পর্কে তুল্যমূল্য বিচার করে মত দেবার স্বাধীনতা ও অধিকার দুই-ই আছে। কিন্তু প্রত্যেকের আলোচনার পর যেটা সিদ্ধান্ত হবে সেই সিদ্ধান্ত প্রতিটি পার্টি সভ্যকে মেনে চলতে হবে। সেখানে আমার মত গৃহীত হয়নি বলে এই সিদ্ধান্ত আমি মানবো না, এই স্বেচ্ছাচারিতার জায়গা কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

পার্টি কমিটিতে যখন আপনার বক্তব্য রাখছেন তখন সেখানে বলতে হবে এটা 'আমার মত'। আর সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর তাকে কার্যকর করার সময় বলতে হবে এটা 'আমাদের সিদ্ধান্ত'। এটাই সঠিক পন্থা।

সেখানে কেউ যদি মিটিংয়ের আগেই কয়েকজনের সঙ্গে কথা সেরে নিয়ে সভায় তাদের মিলিত মতের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেটা কাম্য নয়। কারণ পার্টি কমিটির সভার আগে দলবদ্ধভাবে আলোচনা করে সভায় আসার পদ্ধতি পার্টি অনুমোদন করে না। সেখানে প্রত্যেককে তার নিজের বক্তব্য বলতে হবে। সেটা অন্যের সঙ্গে মিলে গেলে কোনো অসুবিধা নেই। একই রাজনীতির সমমনস্ক মানুষদের মধ্যে চিন্তার সাদৃশ্য (uniformity of thought) থাকাটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সেক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু পার্টিতে বলার আগেই সমমনস্কতার কারণে একটা মত গড়ে তুলে পার্টির সভায় বলাটা স্বাস্থ্যকর লক্ষণ নয়।

মনে রাখা দরকার এখানে গণতন্ত্রের চর্চা হবে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের অধীনে। আবার কেন্দ্রিকতার ভিত্তি হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা আলাপ-আলোচনা।

এখানে যেমন কোনো অতি-গণতন্ত্রের (ultra-democracy) স্থান নেই, তেমনই আবার চূড়ান্ত কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে চাপিয়ে দেওয়া অর্থাৎ absolutism-এরও কোনো জায়গা নেই। নেতৃত্ব উচ্চস্তরে থাকার সুযোগে ইচ্ছেমতো (arbitrarily) সিদ্ধান্ত নেবেন

Scanned with CamScanner

তারও কোনো সুযোগ নেই। কমিউনিস্ট পার্টিকে কার্যকারণ সম্পর্ক বিচার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এই নীতি নেতা থেকে কর্মী সকলের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য।

বলাবাহুল্য এই নীতি সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার বা স্কাইপে বলছি বা লিখছি বলে সেখানে শৃঙ্খলার প্রশ্নটি উপেক্ষিত একথা স্বপ্নেও ভাবা যাবে না।

আন্তঃপার্টি সংগ্রাম

কমিউনিস্ট পার্টিতে আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আন্তঃপার্টি সংগ্রাম। পার্টিতে এর গুরুত্ব এতটাই যে স্তালিন বলেছিলেন : **কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস হলো আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ইতিহাস।**

মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষায় উচ্চমানে পৌঁছতে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় একে উপদলীয় চক্রান্তের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। উপদলীয় চক্রান্ত পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু আন্তঃপার্টি সংগ্রাম পার্টির ভিতকে শক্তিশালী করে। আন্তঃপার্টি সংগ্রাম বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে চলে। উপদলীয় কার্যকলাপ চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক। আর মার্কসবাদ যেহেতু বিজ্ঞান তাই সেখানে কোনো অবৈজ্ঞানিক ভাবনা খাপ খেতে পারে না।

আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ভিত্তি রাজনীতি এবং মতাদর্শ। সেক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর রাজনীতি বা মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার সংকল্পে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়। সেখানে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার কোনো প্রশ্ন থাকে না। সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও আন্তঃপার্টি সংগ্রাম পরিচালিত হয় উন্নততর বোধ এবং সঠিক রাজনীতি ও মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে।

অথচ উপদলীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নীতি, আদর্শ, রাজনীতি, মতাদর্শ সবই গৌণ হয়ে পড়ে। তখন মুখ্য হয় ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা বন্ধুত্ব। কী বলছে সেটা গৌণ, কে বলছে সেটাই মুখ্য। আমার সঙ্গে বা এই গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকা বা না থাকার নিরিখে বিচার হয় একজন কমরেড যোগ্য না অযোগ্য।

'ক' গোষ্ঠীর লোকেরা যাদের যোগ্য বলে মনে করলো, গোষ্ঠীগত অবস্থানের কারণে 'খ' গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের অযোগ্য বলে মনে করে। আবার উল্টো দিক থেকেও একই জিনিস পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রকৃত যোগ্য কমরেডদের যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হয়।

বিভাজনের ভিত্তিতে একপক্ষীয় কমিটি হলে অন্য পক্ষে থাকা যোগ্য কমরেডরা বাদ পড়ে যান। ফলে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দুর্বল হয়।

এই বিভাজন রাজনীতি ও মতাদর্শ বিবর্জিত হবার ফলে কখনো কখনো এমনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন এক পক্ষের একজন অপর পক্ষের একজনকে শ্রেণি শত্রুর মতো ঘৃণা করে। তখন তারা ভুলে যায় যে একই পার্টির, একই কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার শপথ নিয়ে, একই লাল পতাকা কাঁধে তুলে নেওয়ার অঙ্গীকার করে তারা পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রতিবছর পুনর্নবীকরণের সময় সেই অঙ্গীকার পুনরুচ্চারিত করেছে!

Scanned with CamScanner

ফলে সহজেই অনুমেয় কতটা ভুল চিন্তা ও মানসিকতার ভিত্তিতে উপদল গড়ে ওঠে এবং তা পার্টির কত বড় সর্বনাশ করে।

সেই কারণে পার্টিতে কেউ উপদল করলে অপর কেউ যদি মনে করেন আরেকটা উপদল করে পূর্বের উপদলকে মোকাবিলা করবেন, সেটি ভুল ভাবনা। কারণ দ্বিতীয় উপদলটিও পার্টির পক্ষে ক্ষতিকারক। একটি উপদলের সাহায্যে আরেকটি উপদলকে প্রতিহত করলে দিনের শেষে উপদলই জয়ী হয়, পার্টি পরাজিত হয়। একমাত্র প্রকৃত পার্টি শিক্ষাই পারে উপদলকে প্রতিহত করতে। তাই কেউ কমরেডদের উপদল শেখালে তাকে মোকাবিলা করার জন্য পাল্টা উপদল শেখানোর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন প্রকৃত পার্টি শেখানোর। আর এ বিশ্বাস কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ওপর রাখতেই হবে, যে কমরেডরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হয়েছেন তারা অবশ্যই উৎকৃষ্ট বোধসম্পন্ন মানুষ। তারা কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে, প্রকৃত কমিউনিস্ট শিক্ষা পেলে উপদলকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করবেন।

এর সঙ্গে আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে কাকাবাবুর সেই অমূল্য শিক্ষা : **বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়।**

ক্যাডার ও ক্যাডার পলিসি

কমিউনিস্ট পার্টিতে ক্যাডারের ভূমিকা অপরিসীম। ক্যাডারের এই ভূমিকা বোঝাতে কমরেড স্তালিন বললেন : Cadres decide everything.

বাংলায় ক্যাডারকে কর্মী বললেও ক্যাডার কিন্তু গড়পড়তা কর্মী নয়। ক্যাডার হলো উৎকৃষ্ট কর্মী বাহিনী। যারা পার্টির রাজনীতি বোঝে, পার্টির কর্মপন্থা বোঝে, পার্টির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়, শ্রেণিবোধে উদ্বুদ্ধ এবং উষ্ণ বিপ্লবী মানসিকতাসম্পন্ন। এই কর্মীবাহিনী জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে কাজ করে। অর্থাৎ ক্যাডার হলো কমিউনিস্ট পার্টির এগিয়ে থাকা কর্মীবাহিনী।

এই কর্মীবাহিনীকে যথাযথভাবে গড়ে তোলা নেতৃত্বের একটি বড় দায়িত্ব।

এক্ষেত্রে নেতৃত্বের কাজ :

- কর্মীদের ভালোভাবে জানতে হবে।
- তাদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে।
- যথাযথ জায়গায় তাদের কাজের দায়িত্ব দিতে হবে।
- তাদের গুণাবলী ও মেধাকে অনুসন্ধান করে পার্টিতে কাজে লাগাতে হবে।
- নতুন ভাবনাকে গ্রহণ করতে হবে।
- প্রয়োগ ও তত্ত্বের বোঝাপড়ার মেল বন্ধনের দ্বারা কমরেডদের প্রশিক্ষিত করতে হবে।
- পুরনো ও নতুন কমরেডদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।
- কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে কমরেডদের পদোন্নতি বা 'প্রমোশন' দিতে হবে।
- যাতে কমরেডদের মধ্যে আরও কাজ করার আগ্রহ ও দক্ষতা গড়ে ওঠে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

Scanned with CamScanner

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেই পরিষ্কার কেন কমরেড লেনিন বারংবার 'পেশাদার বিপ্লবী' প্রশ্নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি মনে করতেন এই ধরণের কমরেডরা বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে যথাযথভাবে পার্টির দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম। এই সব উৎকৃষ্ট ক্যাডারদের মধ্য থেকেই পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী বাছাই করা হয়।

ক্যাডারকে নেতৃত্বে উত্তরণের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে নেতৃত্বকে সতর্ক থাকতে হবে।

ক) উচ্চশিক্ষিত।

খ) ভালো লেখেন বা বলেন।

গ) অন্ধভাবে নেতৃত্বকে মানেন।

ঘ) বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ভালো।

কমরেডদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই নেতৃত্বকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এই পন্থাটি সঠিক নয়। অন্ধভাবে নেতৃত্বকে মানা বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের জোরে প্রমোশন পাওয়া সম্পূর্ণ ভুল প্রক্রিয়া। আবার উচ্চশিক্ষিত হওয়া বা ভালো লেখা বা বলার দক্ষতা নিঃসন্দেহ উৎকৃষ্ট গুণ। কিন্তু সেইসঙ্গে কমরেডটির শ্রেণির প্রতি দায়বদ্ধতা, গরিব মানুষের জন্য লড়াইকে তার নিজের লড়াই বলে ভাবা এবং উষ্ণ বিপ্লবী মানসিকতা যথাযথভাবে আছে কিনা তা বিচক্ষণতার সঙ্গে দেখে নেওয়া দরকার। উচ্চশিক্ষিত বা বাগ্মী বা সুলেখক কমরেডের যদি মতাদর্শগত চেতনায় খামতি থাকে, শ্রেণিবোধ দুর্বল হয় এবং ভুল রাজনীতির শিকার হন তবে তিনি সহজেই অন্য পাঁচজন কমরেডকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারেন বা তার নিজেরও পদস্খলন ঘটতে পারে।

স্মরণে রাখা দরকার কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক সমাজ ও মেহনতী মানুষের নিজস্ব পার্টি। তাই সেই বোধের জায়গায় কোনো দুর্বলতা থাকলে চলবে না। কমিউনিস্ট পার্টি একইসঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পার্টি। সেখানে সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিপতি ও সামন্তপ্রভু ছাড়া সবাই থাকতে পারেন। তাই এহেন পার্টিকে গড়ে তুলতে প্রয়োজন অসংখ্য দক্ষ, যোগ্য ক্যাডার বাহিনী।

তবে এ কথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে উচ্চশিক্ষিত, বলা-লেখায় পারদর্শী কমরেডদের গুরুত্ব পার্টিতে কম। কখনই সেটা নয়। মার্কসবাদের মত উচ্চমার্গের মতবাদ জানা, বোঝা, প্রয়োগ করার জন্য এ ধরনের কমরেডদের খুবই প্রয়োজন। তাদের নানা গুণাবলীর দ্বারা পার্টিকে সমৃদ্ধ করা খুবই কার্যকর হয়। শুধু সমস্ত কিছুই যাচাই করে নিতে হবে শ্রেণী চেতনার কষ্টিপাথরে। সেখানে যেন কোন ফাঁক না থেকে যায়।

যে যে ঝোঁকগুলি পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে

"অ-মার্ক্সীয় চিন্তাধারা, পেটিবুর্জোয়া সুলভ মনোভাব, কমিউনিস্ট আদর্শহীনতা, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করতে অনীহা, পার্টির নিয়মকানুন না মেনে চলার ঝোঁক প্রভৃতি এক একটি ব্যাধি।" (সুধাংশু দাশগুপ্ত, শারদ দেশহিতৈষী ১৪১৬)।

এই সমস্ত ব্যাধির হাত থেকে পার্টিকে রক্ষা করতে গেলে কী কী করা দরকার? কমরেড

Scanned with CamScanner

এম. বাসবপুন্নাইয়া আমাদের শেখালেন, "শৃঙ্খলা মেনে চলার অভ্যাস, গণতান্ত্রিক ও সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা অনুসরণ করা, পার্টি সদস্যদের তত্ত্বগত-মতাদর্শগত মানের উন্নয়ন, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মনোভাবকে গড়ে তোলা, নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজকর্মের পর্যালোচনা করা ও পার্টি থেকে বহিষ্কার করা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি কড়াকড়ির সাথে অনুসরণ করা ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া আরো বেশি করে জরুরি।" (শারদ দেশহিতৈষী, ১৯৮২)

পার্টি শৃঙ্খলা

পার্টি শৃঙ্খলা সম্পর্কে আমাদের পার্টির গঠনতন্ত্রের ১৯ নং ধারায় বলা আছে, "পার্টির ঐক্যকে রক্ষা ও শক্তিশালী করা, পার্টির শক্তি, সংগ্রাম ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য শৃঙ্খলা অপরিহার্য। পার্টি শৃঙ্খলার প্রতি কঠোর আনুগত্য ছাড়া পার্টির পক্ষে কখনই জনগণের সংগ্রাম আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।"

সেই সঙ্গে গঠনতন্ত্রের ১৯ নং ধারার বিভিন্ন উপধারায় কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে শৃঙ্খলার অসামান্য গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।

পার্টি শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার কাউকে যদি বহিষ্কার করাটা জরুরী হয়, সেক্ষেত্রে শিথিলতা দেখানোটা অপরাধ। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) ১৯২১ সালের ৮ মার্চ থেকে ১৯২২ সালের ২২ মার্চের মধ্যে পার্টির বিশুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার পার্টির সদস্যকে বিতাড়িত করে। যা মোট পার্টি সদস্যের প্রায় ২৫ শতাংশ। এতজনকে বহিষ্কারের পর পার্টির উপলব্ধি কী? পার্টি ঘোষণা করল, "বিশুদ্ধিকরণের ফলে পার্টির শক্তি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল। পার্টির সামাজিক অন্তর্গঠন উন্নত হল। পার্টির ওপর জনগণের বিশ্বাস বাড়ল। পার্টির প্রতিষ্ঠা বাড়ল। পার্টি আরও নিবিড় ভাবে সুসংহত হলো। আরও দৃঢ়ভাবে সুশৃঙ্খল হলো।"

একথা ঠিক যে, পার্টি সদস্যরা পার্টির সম্পদ। কিন্তু যারা পার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের বিতাড়িত করেই পার্টি শক্তিশালী হয়। তবে এটা কোনো আনন্দের বিষয় নয়। সব ধরণের উদ্যোগ এবং প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তখনই আসে বহিষ্কারের কথা। অবশ্য তাৎক্ষণিক বহিষ্কারের মতো ঘটনা ঘটলে তখন আর কোনো উপায় থাকে না।

কারুকে শাস্তি দেবার সময় আমরা যেন রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতাটির নিম্নোক্ত লাইনগুলো মনে রাখি।

"দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে
সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার
তরে প্রাণ কোন ব্যথা নাহি পায়
তার দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার।"

Scanned with CamScanner

কমিউনিস্টদের দণ্ডদান যেন কখনো প্রবলের অত্যাচার রূপে দেখা না দেয় সে ব্যাপারে সব সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রেই কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে আমরা প্রথমেই এটি 'কে করেছে' জেনে বিচার করতে বসি। সংশ্লিষ্ট কমরেড আমার প্রিয় অথবা বন্ধু হলে তার শাস্তি কম আর তা না হলে তার শাস্তি বেশি।

এটি আপাদমস্তক একটি ভুল প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে ঘটনাটি কী ঘটেছে এবং তার সুদূরপ্রসারী ফল কতটা। দ্বিতীয় ধাপে জানতে হবে কী করে সেই ঘটনা ঘটল তার কার্যকারণ সম্পর্ক। এরপর চিহ্নিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট কমরেডকে। দেখতে হবে এই কমরেড কি প্রায়শই ভুলভ্রান্তি করেন, নাকি এই প্রথম এরকম একটা ত্রুটিপূর্ণ কাজ করে ফেলেছেন। কৃতকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট কমরেড কতটা অনুতপ্ত?

এই সমস্ত দিক তুল্যমূল্য খতিয়ে দেখে তবেই একজন কমরেডের শাস্তি বিধান করতে হবে। নচেৎ বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

কমিউনিস্ট নৈতিকতাবোধ ও শুদ্ধিকরণ অভিযান

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মানবিক দর্শন হলো মার্কসবাদ। যা শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন সমাজ গড়ার কথা বলে। আর সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার সংকল্পে কাজ করে কমিউনিস্ট পার্টি। ফলে এক সুউচ্চ নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই পরিচালিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি। এই নৈতিকতা গড়ে ওঠে কমরেডদের মধ্যে যথাযথ মতাদর্শগত শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে। উন্নত চেতনাবোধে তাদের উদ্দীপ্ত করার মধ্য দিয়ে।

কমিউনিস্ট নৈতিকতাবোধ বুর্জোয়া নৈতিকতার মত একপেশে নয়। বরং তা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় কার্যকারণ সম্পর্কের নিরিখে সমস্ত কিছুকে বিচার করে। বুর্জোয়া নৈতিকতা বলে: যার পয়সা আছে সে খাবে, যার নেই সে খাবে না। কিন্তু কমিউনিস্ট নৈতিকতা বলে: যার নেই তার কেন নেই, সেজন্য শ্রেণিবিভক্ত সমাজ দায়ী। তাই সমাজের দায়িত্ব তাকে খেতে দেওয়া। তা যদি এই সমাজে সম্ভব না হয় তবে সমাজটাকেই বদলে দাও।

এহেন বলিষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট নৈতিকতা বোধসম্পন্ন পার্টি করতে গেলে প্রত্যেকটি পার্টি সদস্যের জীবনে কমিউনিস্ট নীতি নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ কমিউনিস্ট নৈতিকতার ভিত্তিতে, নীতিনিষ্ঠ অবস্থান নিয়ে পার্টিকে পরিচালনা করাই প্রতিটি পার্টি সদস্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এর থেকে বিচ্যুত হওয়াকে রোধ করার জন্য প্রয়োজন পার্টি শৃঙ্খলা এবং ত্রুটিমুক্ত পার্টি করার জন্য জরুরী শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া।

এই উপলব্ধি থেকেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৯৬ সালে শুদ্ধিকরণ অভিযান সম্পর্কিত দলিল গ্রহণ করে। এর প্রায় এক যুগ পরে ২০০৮-এ ১৯তম পার্টি কংগ্রেস পার্টির মধ্যে থাকা বিভিন্ন ধরনের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ ঝোঁকগুলি দূর করার লক্ষ্যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে ১৯৯৬ এর দলিল কার্যকর করার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি নোট প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেয়। যা ২৩-২৫ অক্টোবর ২০০৯ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত হয়।

Scanned with CamScanner

এদেশে শ্রেণি ও গণআন্দোলন পরিচালনায় আমাদের পার্টির অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। হাজার হাজার কর্মীর কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে পার্টি সেই ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। অথচ শাসক শ্রেণি এবং বিশ্ব পুঁজিবাদ সবসময় তাদের বিকৃত মতাদর্শ গোটা সমাজের ওপর চাপিয়ে দেবার সর্বাত্মক ও সর্বগ্রাসী প্রয়াস চালায়। যা অনেক সময় আমাদের বিভ্রান্ত করে, বিপথে পরিচালিত করে।

কমিউনিস্টরা যেহেতু ওদের তৈরি করা স্রোতের বিরুদ্ধে পথচলার কথা বলে তাই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতেও থাকে কমিউনিস্টরা। ওরা নানা প্রলোভনের হাতছানি দিয়ে চেষ্টা করে কমিউনিস্টদের মতাদর্শগত ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে। কমিউনিজম সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। পার্টির শ্রেণিচরিত্রকে বিপথে পরিচালিত করতে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে উসকানি দিতে। আমরা অনেক সময় এই সব প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি। ফলে পার্টির মধ্যে দেখা দেয় সংসদসর্বস্বতা, পার্টির উর্ধ্বে ব্যক্তিকে ভাবা, দুর্নীতিমূলক কাজে জড়িয়ে পড়া, আত্মপ্রচার, বুর্জোয়া সংবাদ মাধ্যমে খবর পাচার, আমলাতান্ত্রিক ব্যবহার, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, বস্তুনিষ্ঠ বিচারের পরিবর্তে পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে কমরেডদের মূল্যায়ন, ফেডারেলিজমের ঝোঁক প্রভৃতি।

সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে পার্টির পরিবর্তে আত্মপ্রচার এবং পছন্দের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে প্রচার কোথাও কোথাও মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি।

১৯৯৬ সালের দলিল চিহ্নিত করেছিল পার্টির মধ্যে অস্বাস্থ্যকর ঝোঁক, উপদলীয় কার্যকলাপ, আত্মজীবনে উন্নতি, আত্মসর্বস্বতা এবং যৌথ কাজের অনুপস্থিতি প্রভৃতি ত্রুটিগুলিকে। বলা বাহুল্য এই সমস্ত ত্রুটি আজও পার্টিতে বিদ্যমান। তাই শুদ্ধিকরণ অভিযানকে কমিউনিস্ট পার্টিতে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। যাতে এর মাধ্যমে পার্টি নিরন্তর ভুল ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত ও শক্তিশালী হতে পারে।

পার্টি কর্মীরাই হলো কমিউনিস্ট পার্টির মূল সম্পদ। জনগণের সমর্থন লাভের জন্য জনগণের মধ্যে পার্টির নিঃস্বার্থ কাজ, কমরেডদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও নিষ্ঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পার্টিতে হাজার হাজার আত্মোৎসর্গে বলীয়ান কর্মী আছেন। নানা আন্দোলন, সংগ্রামে অংশ নিয়ে অসংখ্য কমরেড জীবন দিয়েছেন। সেখানে কিছু নেতা, কর্মী বা কোন স্তরের কমিটি কমিউনিস্ট নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অনুসরণে ব্যর্থ হলে পার্টির ভাবমূর্তি ম্লান হবার বিপদ তৈরি হয়। তখন সমাজ কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়া পার্টিগুলির থেকে আলাদা করে দেখে না, বুর্জোয়া পার্টিগুলির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে।

তাই নেতা থেকে কর্মী সকলের উচিত কমিউনিস্ট নৈতিকতা, কমিউনিস্ট মূল্যবোধ সম্পন্ন, বাহুল্যবর্জিত, স্বচ্ছ, সহজ, সরল জীবন যাপন করা। পার্টি শৃঙ্খলাকে চোখের মণির মত রক্ষা করা। নিজেদের ব্যতিক্রমী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। আর ধারাবাহিক শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় নিজেকে স্বেচ্ছায় অন্তর্ভুক্ত করে এক অগ্নিশুদ্ধ পার্টি গড়ে তোলা।

Scanned with CamScanner

পার্টি সংগঠনের আরও কয়েকটি কথা

পার্টি সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।

- পার্টির গঠন হবে 'একের মধ্যে তিন' বা 'three in one'. এটা কমরেড মাও সে তুঙের শিক্ষা। তিনি আমাদের শেখালেন, প্রবীণদের প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা, মাঝ বয়সীদের নেতৃত্ব ও তরুণদের উদ্দীপনার সমন্বয়ে পার্টিকে গড়ে তুলতে হবে।

এক্ষেত্রে কমরেড মাওয়ের একটি উক্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বললেন, "যুবকরা নিজেদের বুদ্ধিমান ও কর্মঠ বলে বৃদ্ধদের অবহেলা করতে পারেন। আবার বৃদ্ধরাও নিজেদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বলে যুবকদের অবজ্ঞা করতে পারেন। দুটো ভাবনাই পার্টির বোঝা।"

- পার্টি পরিচালনার সময় নীতি-আদর্শগত প্রশ্নে কঠোরতা বা rigidity জরুরি আবার কর্মসূচি রূপায়ণে বা সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নমনীয়তা বা flexibility একান্ত প্রয়োজন।
- মহিলা এবং তরুণ কমরেডদের পরিকল্পনা করে পার্টিতে অন্তর্ভুক্তি ও নেতৃত্বে উত্তরণ পার্টির সর্বস্তরে অবশ্য কর্তব্য।
- সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষদের সচেতনতার সঙ্গে ও সুপরিকল্পিতভাবে যাতে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত ও নেতৃত্বে উন্নীত করা যায় সে ব্যাপারেও বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন।
- নিয়মিত গণসংগ্রহ ও পার্টির পত্রপত্রিকা বিক্রি প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার।

পার্টি শিক্ষা

পার্টি শিক্ষা ব্যতিরেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাত্ত্বিক পন্ডিত হবার জন্য পার্টি শিক্ষা নয়। পার্টির নীতি আদর্শ সঠিকভাবে বোঝা, সমাজ ও মানুষকে ভালোভাবে জানা এবং অন্যান্য পার্টির থেকে আমাদের পার্টির স্বাতন্ত্র্য কোথায় সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে পার্টি করার উদ্দেশ্যেই পার্টি শিক্ষা।

কমরেড লেনিন বললেন, **তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া প্রয়োগ হলো অন্ধের মত চলা আর প্রয়োগ ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান অর্থহীন।**

"Practice without theory is blind and theory without practice is futile".

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমরেড মুজফফর আহমেদ 'কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন' শীর্ষক একটি বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বললেন, "কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সভ্যকে এই পুস্তকখানা বারে বারে পড়িতে হইবে। যাঁহারা পড়িতে জানেন তাঁহারা তো পড়িবেনই, পড়িতে যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের অন্যদের দ্বারা বইখানা পড়াইয়া শুনিতে ও বুঝিতে হইবে। বাংলার প্রত্যেক পার্টি সভ্যকে একখানা করিয়া দেওয়ার মতো বেশি সংখ্যায় বইখানা ছাপাইতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু বই কিনিতে

Scanned with CamScanner

পাওয়া গেল না বলিয়া পড়িবার দায়িত্ব হইতে কোনো পার্টিসভ্যই রেহাই পাইবেন না। উচ্চতর কমিটি হইতে যাচাই করা হইবে প্রত্যেক পার্টি সভ্য এই পুস্তক পড়িয়াছেন কিনা এবং কতবার পড়িয়াছেন?"

কাকাবাবুর এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিটি সদস্যের জন্য পার্টি শিক্ষা কতটা জরুরি।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছে, পার্টি শিক্ষা হবে 'auto pilot' প্রক্রিয়া অর্থাৎ অন্যান্য কাজের পাশাপাশি প্রাত্যহিক কাজ হিসেবে এটিকে দেখতে হবে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকবে। সব কাজ শেষে একটু ফাঁকা সময় পেয়েছি বলে পার্টি শিক্ষা এই মনোভাব দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্জনীয়।

শাখা ও শাখা সম্পাদক

কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো শাখা বা ব্রাঞ্চ। পার্টির প্রাণ ভোমরা। কারণ পার্টি শাখা জনগণের সবচেয়ে কাছে থাকে। আর সাধারণ মানুষ সত্য ও বাস্তবের সবচেয়ে কাছে থাকে। সুতরাং শাখা সত্য ও বাস্তবের সবচেয়ে কাছে থাকে। তাই কমিউনিস্ট পার্টিতে শাখার গুরুত্ব অপরিসীম। বলার অপেক্ষা রাখেনা শাখার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব শাখা সম্পাদকের। তার নেতৃত্বে, শাখার অন্যান্য সমস্ত কমরেডদের সম্মিলিত প্রয়াসে এই শাখার কাজ পরিচালিত হয়। সে ক্ষেত্রে শাখা সম্পাদক নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল হলে তাকে পরিবর্তন করতেই হবে। কারণ ইঞ্জিন বিকল হলে যেমন ট্রেন এগোয় না, ঠিক তেমনই শাখার সম্পাদক দুর্বল হলে শাখা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। কমরেড সরোজ মুখার্জি অত্যন্ত পরিণত বয়সে **শাখা ও শাখা সম্পাদকের কাজ** শীর্ষক একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন যা ২০১৫ সালে কলকাতা প্লেনামের পর সময়োপযোগী করা হয়। সেখান থেকে কয়েকটি পয়েন্ট এখানে তুলে ধরা হলো।

ক) উচ্চতর কমিটির সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করতে হবে।

খ) পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের পক্ষে জনগণকে আকৃষ্ট করার বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

গ) কাজের মধ্যে, অভিযানের মধ্যে, যে সব জঙ্গী কর্মী সামনে এসে যাচ্ছেন তাঁদের এজি'র (কর্মী দলের) সদস্য করতে হবে। তাঁদের নির্দিষ্ট তালিকা থাকবে। তাঁদের কাছ থেকেও নিয়মিত লেভি আদায় করতে হবে।

ঘ) ব্রাঞ্চের বিভিন্ন এলাকায় পার্টি পত্রিকা প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দিতে হবে, যাতে অসংখ্য নর-নারী, পার্টি পত্রিকা পড়ার সুযোগ পান।

ঙ) সম্ভব হলে প্রতি এলাকার বা কারখানার শ্রমিকদের ও গ্রামের কৃষক খেতমজুরদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে পোস্টার টাঙিয়ে দিতে হবে।

চ) উচ্চতর কমিটির কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ব্রাঞ্চের মতামত পাঠিয়ে দিতে হবে।

শাখাকে যত্নবান হয়ে মানুষের মধ্যে কাজ করতে হবে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে হবে। শাখা এলাকার নিরক্ষর

Scanned with CamScanner

মানুষকে সাক্ষর করা, বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা এবং তাতে এলাকার সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলা, জাতপাতের ঊর্ধ্বে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা, নারীর প্রতি সম্ভ্রমের বোধ গড়ে তোলা ও তার সমানাধিকার সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করা। শিশুদের মধ্যে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটানো ও তাদের সুস্থ সাংস্কৃতিক মনন গড়ে তোলা। যত্নশীল প্রয়াস নিয়ে শাখার উদ্যোগে এই কাজগুলি করতে পারলে পার্টির সামাজিক ভিত্তি অনেক দৃঢ় হয় এবং ব্যাপ্তি অনেক প্রসারিত হয়।

পার্টি প্লেনাম

২০১৫ সালের ২৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর কলকাতায় পার্টির সাংগঠনিক প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে এক বছর ধরে দেশের প্রায় নব্বই হাজার শাখা এবং ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার পার্টির সদস্যদের কাছ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে প্লেনামের রিপোর্ট প্রস্তুত হয়।

সেখানে বলা হল, সিপিআই(এম) হবে **গণলাইন সম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি**। Revolutionary Party with Mass Line. যার অর্থ পার্টির চরিত্র হবে 'বিপ্লবী' এবং পার্টির রাস্তা হবে 'গণলাইন'। অর্থাৎ মানুষের যেটা ইস্যু সেটাই পার্টির দাবি। মানুষের যেখানে কষ্ট সেটাই পার্টির আন্দোলনের বিষয়বস্তু। এটাই আমাদের পথ। মানুষই আমাদের রাজনীতির প্রথম কথা, মানুষই আমাদের রাজনীতির শেষ কথা। এই বোধ নিয়েই আমাদের চলতে হবে। এই কারণেই পার্টি কর্মসূচীর ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, **জনগণ হল সার্বভৌম।**

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই প্লেনামের প্রায় ৩৭ বছর আগে ১৯৭৮ সালে পার্টি সংগঠন সম্পর্কিত সালকিয়া প্লেনাম সংঘটিত হয়। সেখানে বলা হয়েছিল সিপিআই(এম) হবে 'গণ বিপ্লবী পার্টি' বা Mass Revolutionary Party.

কিন্তু কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল পার্টির বিপ্লবী সত্তা কিছুটা ক্ষীয়মান হয়ে পড়েছে। ফলে তার জনগণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ আশানুরূপ হচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে গণ বিপ্লবী পার্টি যেন গণ পার্টিতে পরিণত হয়েছে যা একেবারেই অনভিপ্রেত। তখন ২০১৫-র কলকাতা প্লেনাম সিদ্ধান্ত করে সিপিআই(এম) অনিবার্যভাবে বিপ্লবী পার্টি হবে। সেখানে 'গণ' বা অন্য কোনো বিশেষণ দিয়ে বিপ্লবী শব্দটিকে ভারাক্রান্ত করা যাবে না। 'বিপ্লবী' শব্দটাই একটি পরিপূর্ণ প্রগতিশীল চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে। তার কোনো পৃথক বিশেষণের প্রয়োজন নেই। তাই আমাদের পার্টি শুধু 'বিপ্লবী পার্টি'। যে পার্টি করতে লেনিন স্তালিন মাও সে তুঙ-রা শিখিয়েছেন। এদেশে পি সুন্দরাইয়া, প্রমোদ দাশগুপ্তরা শিখিয়েছেন। সেই সংকল্পেই কলকাতা প্লেনাম গণলাইন সম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি গড়ার ডাক দিয়েছে।

পার্টি ও গণসংগঠন

গণসংগঠন ব্যতিরেকে সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে পার্টির প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব। তাই একান্ত যত্ন নিয়ে গণসংগঠন গড়ে তোলা ও তার শক্তি বাড়ানোটা

Scanned with CamScanner

অত্যন্ত জরুরি কাজ। বিভিন্ন গণসংগঠনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ব্যাপক অংশের মানুষের সঙ্গে পার্টির নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর-ছাত্র-যুব-মহিলা প্রভৃতি গণসংগঠনের মাধ্যমে সমাজের সেই সেই অংশের অনেক মানুষের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পার্টির বিভিন্ন স্লোগান বা লক্ষ্য অনেক সময় সমাজের নানা অংশের মানুষের কাছে অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত ঠেকে কিন্তু গণসংগঠনের স্লোগান তাদের সহজেই আকৃষ্ট করে। যেমন সিপিআই(এম) বলছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা। এর মর্মার্থ সর্বসাধারণের কাছে খুব সহজবোধ্য নয়। কারণ তার জন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন। কিন্তু ছাত্রদের 'শিক্ষা চাই', যুবকদের 'কাজ চাই', মহিলাদের 'সমান অধিকার' এই স্লোগান বা দাবিগুলি সেই সেই অংশের মানুষদের কাছে সহজেই বোধগম্য হয়। তারা এর ভিত্তিতে সমবেত হয়। যেমন শ্রমিকের জন্য 'ন্যায্য মজুরি', কৃষকের জন্য 'ফসলের ন্যায্য দাম', খেতমজুরের জন্য 'ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা'র দাবি তাদের সহজেই আকর্ষিত করে। এভাবেই গণসংগঠনগুলির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের কাছে পার্টি তার বক্তব্য নিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

পার্টির কলকাতা প্লেনামে গণসংগঠন পরিচালনার প্রশ্নে সুনির্দিষ্টভাবে গণসংগঠনগুলির স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক কার্যধারার কথা বলা হয়।

গণসংগঠন ও পার্টি সংগঠনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রেখে অত্যন্ত সুচারুভাবে এই কাজ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখলে কাজটি সহজ হয়।

এক) গণসংগঠনকে তার দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সমাজের নির্দিষ্ট অংশের মানুষের মধ্যে কাজ করতে হবে।

দুই) কে কোন্ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করছে তা দেখে তাকে গণসংগঠনে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। তিনি যদি ওই গণসংগঠনের অধিকাংশ দাবিগুলির সঙ্গে সহমত হন তাহলেই তিনি সদস্য হতে পারবেন।

তিন) ভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্বাসের মানুষও গণসংগঠনে কাজের অভিজ্ঞতায় তার পূর্ব রাজনৈতিক অবস্থান পরিত্যাগ করে বামপন্থী বা কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হয়েছেন; এমন ঘটনা ভুরি ভুরি আছে। তাই পার্টির বৃত্তের বাইরের অনেক মানুষকে গণসংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। এভাবেই মাঠটা বড় হবে।

চার) গণসংগঠনের সভায় পার্টির কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিলে গণসংগঠনের গণ চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়, তার স্বাধীন সত্ত্বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্রমে তা পার্টির লেজুড় সংগঠনে পরিণত হয়, যা মোটেই কাম্য নয়।

পাঁচ) গণসংগঠনকে কখনোই পার্টির সংগঠনে পরিণত হলে চলবে না, আবার একই সঙ্গে গণসংগঠন পার্টির সমস্ত বোঝাপড়ার বাইরে গিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম সংগঠনে পরিণত হলেও চলবে না। দুটোই ভুল প্রবণতা। দুটোর মধ্যে বোঝাপড়ার ভারসাম্যটা অত্যন্ত জরুরী।

Scanned with CamScanner

ছয়) গণসংগঠন পার্টির সমান্তরাল সংগঠন হলেও চলবে না। মনে রাখতে হবে গণসংগঠন হল অংশ (part) এবং পার্টি হল পূর্ণ (whole)। অর্থাৎ গণসংগঠন সমাজের কোন একটি নির্দিষ্ট অংশের মানুষের মধ্যে কাজ করে কিন্তু পার্টি সমগ্র সমাজের স্বার্থে কাজ করে।

সাত) গণসংগঠন চলবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আর পার্টি চলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করে।

আট) গণসংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলবে কিন্তু সেখানে কর্মরত পার্টির সদস্যরা পার্টি শৃঙ্খলার অধীন।

নয়) তবে কোনো ভাবনাই গণসংগঠনে জোর করে চাপিয়ে দেওয়াকে পার্টি অনুমোদন করে না। সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

দশ) পার্টি গড়ে তোলা, পার্টির ব্যাপ্তি ঘটানো ও পার্টির প্রচারের কাজে গণসংগঠনকে যত্নশীল হয়ে ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রেও গণসংগঠনের স্লোগান গুলিকেই সামনে রাখতে হবে।

এগারো) সঠিকভাবে গণসংগঠন পরিচালনা করতে পারলে এবং যত্নশীল প্রয়াস নিয়ে তার পরিচর্যা করলে পার্টির ব্যাপ্তি বহুগুণ বাড়ে। সেখান থেকে উন্নত মানের বহু উৎকৃষ্ট কমরেড পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। পার্টি সমৃদ্ধ হয়।

বারো) কমিউনিস্ট পার্টি করতে গেলে (দুর্লভ ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে) গণসংগঠন করতেই হবে। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির অপরিহার্য অংশ গণসংগঠন। পার্টির গণ লাইন কার্যকর করার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অপরিসীম।

গণসংগঠন ও পার্টি সংগঠন সম্পর্কে এই দ্বান্দ্বিক বোঝাপড়া পরিষ্কার করতে পারলেই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। যার মধ্যে দিয়ে পার্টি অনেক পরিপুষ্ট হয়, পার্টির গণভিত্তি বাড়ে। এই বোঝাপড়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা যথাযথভাবে কমরেডদের মধ্যে গড়ে তোলাটা অত্যন্ত জরুরি। সে বিষয়ে সমগ্র পার্টিকে সযত্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

কথা শেষের কথা

পার্টি কর্মসূচির শেষ অধ্যায় হলো, 'কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলার কাজ'। সেই কাজ করতে গেলে এই পার্টিটা 'আমার পার্টি' এই বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে হবে প্রতিটি পার্টি সদস্যকে। আপনার একান্ত নিজস্ব জিনিসকে আপনি যেমন করে ভালবাসেন, যেমন করে যত্ন করেন, পার্টিকেও সেইভাবেই ভালবাসতে হবে, যত্ন করতে হবে। মনের আনন্দে পার্টি করতে হবে। কারণ পার্টি করছি মানে মানুষের জন্য কাজ করছি। সমাজের জন্য কাজ করছি। এর জন্য কত মানুষের ভালোবাসা আমরা পাই। অনেক বয়স্ক মানুষ কনিষ্ঠ পার্টি কর্মীকে সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। কারণ সে মানুষের জন্য কাজ করছে।

পার্টিটা 'আমার' এটা ভাবলেই পার্টিটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা যায়। পার্টির ভালো-

Scanned with CamScanner

মন্দের সঙ্গে নিজের ভালো-মন্দকে একাকার করা যায়। ভাবার কোনো কারণ নেই, নিচের কর্মী পার্টিকে কম ভালোবাসবে আর ওপরের নেতা পার্টিকে বেশি ভালোবাসবে।

মনে রাখতে হবে, শাখা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির একেক স্তরের কমরেড মানে তাদের কাজের ভৌগোলিক এলাকা ছোট-বড়-মাঝারি হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কর্মস্থলের সীমারেখা আছে। রাজনৈতিক বোধ এবং চেতনায়ও কিছু তারতম্য থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু পার্টিকে ভালোবাসার প্রশ্নে আপনার হৃদয়ে বেড়া দিয়ে কেউ সেটাকে ছোট করে দিতে পারে না। সেখানে আপনি সীমাহীন, অসীম। এই বোধ নিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে হবে পার্টির স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে।

আর একই সঙ্গে আমাদের নিজেদের গড়ে তুলতে হবে ব্যতিক্রমী মানুষ হিসেবে। শুধু সাজ পোশাক বা চাল চলনে ব্যতিক্রম নয়। চিন্তায়, চেতনায়, গরিবের প্রতি দরদে, মেহনতী মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতায়, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধে আমাদের ব্যতিক্রম হতে হবে। সেটাই হবে আমাদের স্বাক্ষর বা signature। যাতে অনেকের ভিড়েও আমাদের আলাদা করে চেনা যায়। এই কারণেই তো কমরেড স্তালিন বলতেন : **কমিউনিস্টরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া।**

আমরা জানি আমাদের অতি প্রিয় খাবারটিও যদি অপরিষ্কার পাত্রে দেওয়া হয় তখন সেই খাবার খেতে ইচ্ছে করেনা। সেরকমই আমাদেরও মনে রাখতে হবে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, ভারতের শ্রেষ্ঠ পার্টি সিপিআই(এম)-র বক্তব্য আমরা যখন পাত্র হিসেবে মানুষের কাছে উপস্থিত করব তখন যেন কেউ আমাদের অপরিষ্কার না মনে করেন। আমাদের ভাবমূর্তিকে যেন অপরিচ্ছন্নতার মলিনতা স্পর্শ না করে। মানুষের যেন ভাল লাগে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে। তাদের যেন ইচ্ছে করে আমাদের কাছে আসতে, আমাদের কথা শুনতে। সেভাবেই আমাদের নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। আর এরই মধ্য দিয়ে গণলাইন সম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি গড়ে আমদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

Scanned with CamScanner

সহায়ক গ্রন্থ ও নোটস

- কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার : **মার্কস ও এঙ্গেলস**
- কি করতে হবে : **লেনিন**
- এক পা আগে দু পা পিছে : **লেনিন**
- বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা : **লেনিন**
- পার্টি সংগঠনের মূলনীতি : **কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দলিল (১৯২১)**
- কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন : **স্তালিন, কাগানোভিচ, দিমিত্রভ এবং মাও জে-দঙ**
- অধ্যয়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি : **মাও সে তুঙ**
- পার্টি ও গণসংগঠন (নোট ২০১৩) : **শ্রীদীপ ভট্টাচার্য**
- পার্টি সংগঠন ও গঠনতন্ত্র (নোট ১৯৮৩/পার্টি শিক্ষা সিরিজ ৩) : **ভোলা বসু**
- আজকের পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট পার্টি : **বিমান বসু**
- প্রসঙ্গ পার্টি সংগঠন : **সুধাংশু দাশগুপ্ত**
- পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠন সম্পর্কিত ক্লাস (১৯৮৯) : **গৌতম দেব**
- ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র **গঠনতন্ত্র ও বিধিসমূহ**
- ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র **কলকাতা প্লেনাম (২০১৫) রিপোর্ট**
- লেনিনবাদী পার্টি গঠনের তত্ত্বগত ভিত্তি ও কর্মপদ্ধতি : **অমল দত্ত**
- ভুলত্রুটি সংশোধন অভিযান সম্পর্কে (২৩-২৫ অক্টোবর ২০০৯ কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত)
- Problems of Leninism : **J. V. Stalin**
- Principles of Party Organisation
  (CC Note 1996, Party Education Series 5)
- On Organization : **J. V. Stalin**
- Three Essays on Party Building : **Liu Shaoqi**
- History of Communist Party of Soviet Union (Bolshevik)
- Organisational Tasks And Rectification : **S Ramchandran Pillai**

Scanned with CamScanner

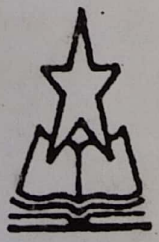

এন বি এ

Scanned with CamScanner